একক-০৯ ❑পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ক্রমবিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য

গঠন :

০৯.১ উদ্দেশ্য

০৯.২ প্রস্তাবনা

০৯.৩ প্যারী কমিউন

০৯.৪ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

০৯.৫ সারাংশ

০৯.৬ অনুশীলনী

০৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি ফ্রান্সের বিপ্লবের (১৭৮৯) পর যে কয়টি সাধারণতন্ত্রের উত্থান-পতনের পর পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রায় ৪৫ বছর ধরে আজও একটানা কাজ করে চলেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া এই এককের উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের বর্তমান শাসনব্যবস্থার নাম পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। স্বভাবতই প্রশ্ন বা কৌতূহল হতে পারে যে তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ সাধারণতন্ত্র কেমন ছিল? কেনই বা পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হলো? এই প্রশ্ন ও কৌতূহল নিবারণ করাই এই এককের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যার পটভূমিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আবির্ভাব ফ্রান্সে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আছে। তারপর অধুনা প্রচলিত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

০৯.২ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর যে কয়টি দেশ ইতিহাস সমৃদ্ধ ও রাজনীতি-সচেতন বলে পরিচিত তার মধ্যে ফ্রান্স হচ্ছে অন্যতম। অতীতে এবং বর্তমানেও ফ্রান্স হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎশক্তি। ইউরোপীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্সের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আজকের 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এ ফ্রান্স হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী দেশ।

সূতরাং ফ্রান্সের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। তাই ফ্রান্সের সংবিধান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতি-প্রক্রিয়ার পঠন-পাঠনও গভীর অনুধাবনের বিষয়।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠে। মানুষের অধিকারের ঘোষণায় যার সূচনা—তার ক্রমবিকাশের ধারা দীর্ঘ। প্রথম সাধারণতন্ত্রের পতনের ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ানের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। নেপোলিয়ানের পতনের পর নানা অনিশ্চয়তায় ১৮৩০-এ জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারির বিপ্লব দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। তারপর ১৯৭৫-এ তৃতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা স্থায়ী হল না। পরবর্তী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পতন খুবই অনিবার্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তর ফ্রান্স অবশেষে, জাতীয় নায়ক দ্যাগলের নেতৃত্বে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হল ১৯৫৮ সালে। বর্তমান ফরাসি সাংবিধানিক ব্যবস্থার ভিত্তি তাই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান।

তাই ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে আধুনিক ফ্রান্সের একটি রাজনৈতিক ইতিহাসকে ক্রমানুসারে ঘটনা ও সাল ভিত্তিক অবস্থায় উপস্থাপনা করা হয়েছে। তারপর বর্তমান ফ্রান্সের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

০৯.৩ ❑ প্যারী কমিউন

এই সময় ফ্রান্সে ইতিহাসিক বিপ্লবী ''প্যারী কমিউন'' গঠিত হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার ''প্যারী কমিউন'' নামে পরিচিত। প্যারী কমিউনের সময় কমিউনিজমের স্রষ্টা ও প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স জীবিত ছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নানা কারণে এই প্যারী কমিউনের পতন ঘটে। প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের বিভিন্ন রচনা ও পত্রাবলী রয়েছে। প্যারী কমিউনের থেকে মার্ক্সের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেডানের যুদ্ধের সময় (১৮৭০-৭১) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যারী নগরীর শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষ নিজেরাই গঠন করেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী। প্যারিস রক্ষা করবার জন্য শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে তিয়েরের (Adorhe Their) নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, জনগণের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মুখে তিয়েরের সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্যারিসে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণি দখল করে নেয়। তার ফলে জন্মলাভ করেছিল প্যারী কমিউন। ১৯৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্রত্যুষে ঘোষিত হয় Viva la Commune অর্থাৎ ''কমিউন দীর্ঘজীবী হউক''। ১৮ই মার্চ এক ইস্তাহারে শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছিল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতেরা শাসক শ্রেণির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে এ কথাই উপলব্ধি করেছে যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে আপন

ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার একথা তারা অনুভব করেছে। পরিস্থিতি রক্ষা করার মুহূর্তটি আজ সমাগত....সরকারি ক্ষমতা দখল করে।

১৮ই মার্চ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কমিউনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে যে, কমিউনই হবে সেই সংস্থা যার কাছে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউন গঠিত হয়েছিল নগরের বিভিন্ন অংশের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই প্রতিনিধিরা দায়ী ছিলেন নির্বাচকদের নিকট এবং নির্বাচকরা যে কোনো সময়ে-প্রতিনিধিবর্গকে প্রত্যাহার করবার ক্ষমতার (পদচ্যুতি বা Recall) অধিকার ছিল।

মার্কসের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, সরলতম ধারণায় কমিউনের অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণির সরকার। কমিউন পার্লামেন্টারি সংস্থা ছিল না, ছিল কাজের সংস্থা—একাধারে কার্যনির্বাহকর ও আইনি সংস্থা।

প্যারী কমিউনের কৃতিত্বের মধ্যে ছিল—

১. স্থায়ী ফৌজের বিলোপ সাধন ও জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনী গঠন।

২. পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ারের পরিবর্তে কমিউনের সেবকে পরিণত করা। এই পুলিশ ছিল কমিউন কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রত্যাহারযোগ্য। পুলিশের বেতন ছিল শ্রমজীবী মজুরের বেতনের সমান।

৩. বিচারপতিরাও ছিলেন নির্বাচিত, প্রত্যাহারযোগ্য ও দায়িত্বশীল।

৪. সমাজের সমস্ত বিষয়ে উদ্যোগ ছিল কমিউনের হাতে।

৫. সরকারি কাজকর্ম সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পন্ন হত না, তা সম্পন্ন হত শ্রমিকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউন দ্বারা।

৬. কেন্দ্রীয় সরকারের পেটোয়াদের উপর ন্যস্ত বক্তিগত ধনসম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন।

৭. গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ।

৮. শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অবৈতনিক করা।

৯. রুটি তৈরির কারখানায় রাতের কাজ বন্ধ করা।

১০. কারখানায় কারখানায় জরিমানা প্রথা রহিত।

১১. গরিবদের বকেয়া খাজনা মকুব।

১২. বন্ধ কারখানা খোলা এবং সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিকদের সংস্থার উপর অর্পণ।

১৩. কমিউনের সদস্য থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত জনসাধারণের দ্বারা নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর ছিল সমান মজুরি—এবং তা ছিল একজন শ্রমজীবী মানুষের মজুরির সমান।

১৪. বিজ্ঞানকে সকলের অধিগম্য করা।

১৫. কুসংস্কারের বন্ধন থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করা।

১৬. কমিউন দ্বারা পৌরকর নির্ধারণ ও সংগ্রহ।

১৭. কর-সংগৃহীত হত সাধারণ রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

১৮. কর-সংগৃহীত অর্থ বিলি হত সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য এবং বিলিব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন কমিউন নিজে।

১৯. সরকারি নিপীড়নের শক্তি, যা ছিল সমাজের উপর কর্তৃত্ব—তা ভেঙে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি সংস্থার সরকার প্রবর্তন।

২০. ধর্ম ও শিক্ষার পৃথকীকরণ।

প্যারী কমিউনের পতনের কারণ হিসেবে মার্ক্স উল্লেখ করেছেন যে, কমিউনের ভুলের জন্য প্যারী কমিউনের সাফল্যের ফল জনসাধারণ বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি। প্যারী কমিউনের ভুলগুলি ছিল—

১. ''উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ কর''—এই সংকল্প নিয়ে কমিউন অগ্রসর হয়নি।

২. ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্যারী কমিউনের হস্তগত হলেও প্রচুর অর্থ কমিউন বাজেয়াপ্ত করেনি এবং বুর্জোয়াদের এই ধন-সম্পত্তিকে কমিউন সযত্নে রক্ষা করেছিল।

৩. পলাতক বুর্জোয়াদের সম্পত্তি দখল না করা।

৪. রেল কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা।

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যে পাতি বুর্জোয়াসুলভ শ্রদ্ধা আর ''সকলের ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করার স্পৃহা''—এই অদ্ভূত ধরনের মনোভাব কমিউনের মধ্যে থাকা।

৬. শত্রুদের প্রতি প্যারী কমিউনের অত্যাধিক মহানুভবতা প্রদর্শন।

৭. শত্রুদের ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদের উপর কমিউন নৈতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা।

৮. গৃহযুধে সামরিক কার্যকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা।

৯. ১৮ই মার্চ তারিখেই ভার্সাই অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা অবলম্বন এবং তার ফলে ভার্সাই অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত করার ও মে মাসের রক্তাক্ত অভিযান তিয়েরের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

১০. ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কমিউন কর্তৃক সক্ষম না হওয়া।

১১. কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ব্যর্থ হওয়া।

১২. শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব কোনও পার্টি না থাকা।

প্যারী কমিউনের নেতৃত্বস্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন প্রুঁধোপন্থী। এঁরা কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কৃষকদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে বলেছিলেন এবং কৃষকদের উদ্দেশ্যে এও বলেছিলেন যে এই বিপ্লব (প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা) থেকে কৃষকেরা কিছুরই যেন আশা না করে, কারণ এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল শ্রমিকদের স্বার্থে। এইভাবে প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা থেকে ফ্রান্সের জনসাধারণের সর্ববৃহৎ অংশ বিচ্ছিন্ন থাকায় কমিউন স্থায়ী হতে পারেনি। বরং বলা যায় শুরু হতেই মিত্রহীন হয়ে শ্রমিকশ্রেণি ছিল বিচ্ছিন্ন। সমাজের মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী প্যারী কমিউন দ্রুত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কোন বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তন অদ্যাবধি সমাজের কৃষকশ্রেণির সমর্থন ব্যতীত সাফল্য লাভ করেছে এমন উদাহরণ মানব ইতিহাসে নেই। সুতরাং ইতিহাসের বাইরে গিয়ে এবং মার্ক্সের কথায় কর্ণপাত না করে প্যারী কমিউনের নেতৃবৃন্দ ভুল করেছিলেন। তার ফলেই এবং তিয়েরের মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তাক্ত অত্যাচারের ফলেই প্যারী কমিউনের পতন ঘটেছিল।

লেনিন প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কাউটস্কি, বানস্টিন প্রমুখ সংশোধনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি প্যারী কমিউনের শিক্ষার যুক্তি অবতারণা করে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং 'সর্বহারা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাকে শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রকৃত মার্ক্সীয় পন্থা বলে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন।

০৯.৪ ❑ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় আলজিরীয় যুদ্ধের অবসানের মধ্যেই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি হওয়ায় চার্লস দ্য গলের রক্ষণশীল চিন্তা এই সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামো দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মূল বৈশিষ্ট্য দুটি হল ঃ (১) অত্যাধিক শক্তিশালী শাসনবিভাগের হাতে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামোর পুনর্গঠন এবং (২) পার্লামেন্টকে সীমিত রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায় রাখা। এই দুটি শর্ত সাপেক্ষেই দ্য গল ৪র্থ রিপালবিকের পতনের পর ফরাসি দেশের ক্ষমতার হাল ধরতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এই ভাবেই ফরাসি দেশে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

❑ প্রস্তাবনা

এই মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক প্রস্তাবনা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ৯২টি ধারা সংবলিত ওই সংবিধান প্রস্তাবনায় মানুষের ''অধিকারের ঘোষণার সনদের'' প্রতি ফ্রান্সের জনগণের অগাধ আস্থার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৭৮৯ সালের ঘোষণার জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে।

❑ সম্প্রদায়

সংবিধানের ১নং ধারায় ফ্রান্সকে একটি Community বলা হয়েছে। এই ধরায় বলা আছে, ''The Republic and the poeple of the overseas territorries, who by an art of free determination, adopt the new constitution, institute a community. The community is founded on the equality and solidarity of the people composing it.

১নং ধারা ব্যতীত ৭৭-৭৮ নং ধারা সমূহেও ফ্রান্সকে সম্প্রদায় (Community) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফরাসি সম্প্রদায়ভুক্ত (Community) অঞ্চলসমূহ স্বয়ংশাসিত থেকে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের শাসন পরিচালনা করে। ফরাসি সম্প্রদায় (Community)-এর লোকেরা একই ধরনের নাগরিকত্ব ভোগ করে। সব ফরাসি নাগরিক ফরাসি আইনের চোখে সমান। আইনগত কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যেক ফরাসিকে সমানভাবে বহন করতে হয়। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা, অর্থব্যবস্থা, দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্প্রদায় (Community) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া সাধারণত বিচার ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, সাধারণ ও বিদেশির যোগাযোগ, পরিবহন, তার- যোগাযোগ ব্যাপারেও সম্প্রদায়ের (Community) নিয়ন্ত্রণ থাকে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সমগ্র ফরাসি সম্প্রদায়ের (Community) সভাপতিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্প্রদায়ের (Community) কাজ পরিচালনার জন্য একটি কর্মপরিষদ, সেনেট ও সালিশি আদালত আছে। কমিউনিটিভুক্ত অঞ্চলগুলি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফরাসি কমিউনিটির রাষ্ট্রপতি হিসাবে কমিউনিটিভুক্ত প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। কমিউনিটিভুক্ত যে কোনও বর্হিদেশীয় অঞ্চল ইচ্ছা করলে ৮৬নং ধারানুযায়ী কমিউনিটি ত্যাগ করতে পারে।

কমিউনিটি ধারণা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী উদারতা উপনিবেশগুলিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে দ্য গল তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ধারণা তাঁর মাথার ছিল। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। একে একে ফরাসি উপনিবেশগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। Metropolitan Finance সম্বন্ধে উপনিবেশগুলির কোনও উৎসাহ ছিল না। কমিউনিটি সংক্রান্ত ধারাগুলি তাই আজ কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ।

❑ সাধারণতন্ত্র

সংবধিানের ২নং ধারায়, ''ফ্রান্স একটি সাধারণতান্ত্রিক, অবিভাজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক''—এই কথা বলা হয়েছে (France is an Indivisible, Secular, Democratic and Social Republic)-এর দ্বারা নাগরিকদের অধিকার ও সমস্ত প্রকার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। মার্সাই ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কথা বলা হয়েছে।

❑ গণসার্বভৌমত্ব

সংবিধানের ৩নং ধারা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হল জনগণ। এই সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল জনসধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। গণভোটের মাধ্যমেই সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার হবে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হলেও নির্বাচন সর্বদা সার্বজনীন, সমান ও গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

❑ বহুদলীয় ব্যবস্থা

সংবিধানের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান শ্রদ্ধাশীল। এই কথা বলে রাজনৈতিক দলগুলিকেও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধানুগ থাকতে বলা হয়েছে (Political parties and groups may complete for the expression of the suffrage. They may freely form themselves and exercise their activities. They may respect the principles of national soverignty and of democracy).

অনেকে মনে করেন যে, তদানীন্তনকালে শক্তিশালী ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আটক রাখাই ছিল ৪নং ধারার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থা নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফ্রান্সে জোট-রাজনীতি (coalitional politics) গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে জোটও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে আছে। ফরাসি রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় বা দ্বি-মেরুকরণ জোট প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থা চতুর্দলীয় বা পঞ্চদলীয় ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে। দ্য গলপন্থী দল, সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মধ্যপন্থী দল ও গোষ্ঠীসমূহ ফ্রান্সের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ফ্রান্সে বহু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অবদান লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রয়েছে।

❑ রাষ্ট্রপতি

সংবিধানের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা রাষ্ট্রপতির আবশ্যিক কর্তব্য। তিনি নিয়মিত সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং জাতীয় চুক্তি ও সন্ধির রক্ষক। রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতার অধিকারী (১৬নং ধারা) আলজিরীয় যুদ্ধের গৌরবময় ব্যক্তিত্ব দ্য গল রাষ্ট্রপতি হিসেবে অনেক সময় সংবিধানের ধারার অতিরিক্ত ক্ষমতাও ভোগ করতেন। এ থেকে বলা যায় যে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনপ্রিয়তার স্রোতে তাল রেখে তাঁর নিজের ভূমিকা যথেচ্ছভাবে পালন করতে পারেন। ডরোথি পিকল্‌স্ একে রাষ্ট্রপতির "This principle of a president whose role is positive, who though he does not govern does than reign–was expressed in the 1958 constitution by means of a division of executive power between president and Prime Minister that was not precisely defined."

❑ পার্লামেন্ট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয়সভা ও সেনেট। জাতীয়সভার প্রতিনিধি বা ডেপুটিগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন ও সেনেটর সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয়সভা গঠিত ডেপুটিগণ পাঁচ বছরের জন্য ও সিনেটরগণ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি তিন বছর অন্তর সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। তুলনামূলকভাবে সেনেটের ক্ষমতা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনেটে ও জাতীয়সভার মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উভয় কক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধির যুক্ত কমিটির অধিবেশন আহ্বান করেন।

❑ সংসদের সীমিত ক্ষমতা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি 'Rationalised' (সুসংহত) পার্লামেন্টের প্রবর্তন করে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সীমিত রেখেছে। এক বছর মাত্র দুবার জাতীয় সভা ও সেনেটের অধিবেশন বসে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা দেয়। পার্লামেন্টের আইন করার ক্ষমতা সংবিধানপ্রদত্ত এলাকাতেই সীমিত। সংবিধানের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী, ওই এলাকার বাইরে কোনো কিছু করার ক্ষমতার নিয়মকানুন প্রণয়নকর্তার হাতে অর্পিত অর্থাৎ শাসন বিভাগ সরকারের উপরই ন্যস্ত। এছাড়া পার্লামেন্ট শাসনবিভাগকে আইন করার ক্ষমতা delegate করতে পারে। তাই ফ্রান্স রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ব্যাপারে পার্লামেন্টের ভূমিকা অপেক্ষা সরকারের ভূমিকাই ব্যাপক। অতীতে পার্লামেন্ট যেভাবে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল তাতে দেশে স্থায়ী সরকার না থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতাই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টকে দুর্বল এবং শাসনবিভাগকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Government with Presidential Leadership) হচ্ছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব (Constitutional innovation)।

❑ সংসদের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা

পার্লামেন্ট দুর্বল হলেও সরকার পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল। পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের—একজনের ভোটে পরাজিত হলে সরকারকে ক্ষমতা হতে পদচ্যুত করা হয়। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর যে বিশেষ ক্ষমতায় পার্লামেন্টকে বাতিল করা হয় তা ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচিতে ভোগ করে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এক বছরে পার্লামেন্টকে দুবার বাতিল করতে পারেন না। এই বাতিল করার সময় রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সভাপতির সাথে আলোচনা করতে হয়।

সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হলে ওই প্রস্তাব স্বাক্ষরকারীগণ একই অধিবেশনে দ্বিতীয়বার ওই প্রস্তাব আনতে পারেন না।

এইভাবে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ভারসাম্য রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রান্সের চিরাচরিত সংকট 'স্থায়ী সরকারের অভাব' মোকাবিলা করবার জন্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে ডরোথি পিকল্‌সের বক্তব্য হল যে, 'The unity, cohesion and internal discipline of the French government must be held sacred, if national leadership is not to degenerate rapidly into incompetence and impotence.

❑ গণভোট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অন্যতম নতুনত্ব হল যে, কোনও কোনও বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারেন। ১১নং ধারা অনুযায়ী তিনটি বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে—প্রথমত, সরকারি সংগঠন, দ্বিতীয়ত, জাতির সাথে কোনও চুক্তির ব্যাপারে, তৃতীয়ত, কোনও সন্ধি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১১নং ধারা অনুসারে গণভোটের ব্যবস্থা সংবিধানসম্মত নয়। এই প্রসঙ্গে ব্লন্ডেল ও গডফ্রে বলেন, ''This article has led to the clearest cases of unconstitutional on the part of the President, both in spirit and letter.

কারণ, স্পষ্ট বর্ণনা না থাকার জন্য ইহা অনুমেয় যে, পার্লামেন্ট অনুমোদন করার পরই রাষ্ট্রপতি যে কোনও বিষয়ে গণভোটে দিতে পারেন। কিন্তু এ যাবৎ যে কটি গণভোট হয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টের অনুমোদন তো দূরের কথা, পার্লামেন্টকে এড়িয়ে রাষ্ট্রপতি নিজেই গণভোটের ব্যবস্থা করেছেন। সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে ১১নং ধারা প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণভোট অনুষ্ঠান ঠিক সাংবিধানিক কাজ নয়। কারণ, ওই গণভোট ৮৯নং অনুযায়ী হওয়ার কথা, ১১নং ধারা অনুযায়ী নয়। কিন্তু দ্য গল এই ক্ষেত্রেও ১১নং ধারা ব্যবহার করেছিলেন।

❑ সংবিধানিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক কমিটির পরিবর্তে পঞ্চম সাধারতন্ত্রে সাংবিধানিক সভা চালু করা হয়। সংবিধানের ৫৬নং ধারা হতে ৬৩নং ধারাগুলিতে সাংবিধানিক সভা সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। এই সাংবিধানিক সভা নয় বছরের জন্য নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করতে পারেন।

এই নয়জন ব্যতীত সমস্ত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিগণ এই সাংবিধানিক সভার সদস্য। সাংবিধানিক সভার সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত নয়। ভোটাভুটিতে দুইদিকে সমান সংখ্যক ভোট হলে পরে তিনি ভোট প্রদান করেন। সাংবিধানিক সভা প্রধানত চার প্রকার কাজ সম্পাদন করে থাকে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি গণভোটের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা দেখেও ফলাফল ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের উভয়

কক্ষের স্ট্যান্ডিং নির্দেশ ও আইন ব্যাপারে সাংবিধানিক সভা অবশ্যই সংবিধানসম্মতভাবে আলোচনা করে। তৃতীয়ত, জরুরি ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে সংবিধানিক সভা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। চতুর্থত, সাধারণ বিলগুলি (সন্ধির বিল সহ) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির নিকট বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রেরণের পূর্বে সাংবিধানিক সভার নিকট প্রেরণ করা হতে পারে। সাংবিধানিক সভা কোনও বিলকে অসাংবিধানিক বললে সেই বিলটি আর আইন হতে পারে না।

এইভাবে সাংবিধানিক সভা আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে কিনা সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক সভাই গ্রহণ করে এবং তা সকলের উপর বাধ্যতামূলক।

মার্কিন দেশের মতো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)-র কোনও সুযোগ ফ্রান্সে নেই। সাংবিধানিক সভা যা কিছু করে থাকে তা কেবল সাংবিধানিক পর্যালোচনা মাত্র।

❑ রাষ্ট্রীয় সভা

রাষ্ট্রের প্রশাসনে সর্বোচ্চ তদারকি সংস্থা হল রাষ্ট্রীয় সভা বা এটা প্রশাসনের ব্যাপারে সরকারের সুদক্ষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। বিলের খসড়া এবং মন্ত্রিদের আদেশ ও ঘোষণার বয়ানে সে পরামর্শ দান করে। প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে সে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, প্রশাসনিক সংস্কারে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থার তদারকি কাজেও সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় সভা চারটি বিভাগে বিভক্ত ঃ (১) স্বরাষ্ট্র বিভাগ, (২) অর্থ বিভাগ, (৩) সরকারি পূর্ত ও উন্নয়ন বিভাগ এবং (৪) সামাজিক বিভাগ।

❑ অর্থনৈতিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সভা নতুন পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সভা নামে কাজ করছে। এর গঠন ও কাজেরও পরিবর্তন নতুন সংবিধানে ঘটেছে। এর অধিবেশন প্রকাশ্য নয়। অর্থনৈতিক সভার সদ্যস্যগণ সাধারণত বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। সদস্যগণ তিন বছরের জন্য অর্থনৈতিক সভাতে নিযুক্ত হন। জাতীয়সভার অধিবেশন থাকাকালীন সময়ে এই সভার অধিবেশন বসে। অর্থনৈতিক সভার কাজ প্রধানত পরামর্শদানমূলক। অর্থনৈতিক সভা সরকারকে চারটি বিষয়ে পরামর্শ দান করতে বাধ্য থাকে। বিষয়গুলি হল ঃ (১) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, (২) অর্থনৈতিক সভা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও বিভিন্ন নিয়মকানুন এবং আদেশ জারিসংক্রান্ত ব্যাপারে, (৩) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে, (৪) জাতীয় আয়ের সরকারি হিসাব ও সমীক্ষার ব্যাপারে। এছাড়া অর্থনৈতিক

সভা নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতে পারে।

পরিশেষে, কোনও কোনও অর্থসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করাবার জন্য অর্থনৈতিক সভাকে ডাকা হয়।

ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে অর্থনৈতিক সভা যেভাবে গঠিত হয়েছে তা বার্কারের, সামাজিক পার্লামেন্টের ধারণা-র বাস্তব রূপ। ফরাসি পার্লামেন্ট হচ্ছে রাজনৈতিক সভা (Political Parliament) কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক সভা। বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সভা বস্তুত একটি সামাজিক সভা (Social Parliament) কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক সভা। বৃত্তিগত সভা। বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারতন্ত্রের অর্থনৈতিক সভা বস্তুত একটি সামাজিক সভা (Social Parliament) সুতরাং পঞ্চম সাধারণতন্ত্র এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

❑ জরুরি অবস্থা

দেশের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা ফরাসি রাষ্ট্রপতির একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যাপার। ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো, জাতীয় স্বাধীনতা, দেশের অখন্ডতা, আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রশ্নে কোনও বিপদ দেখা দিলে অথবা দেশে অভ্যন্তরীণ সাধারণ কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটলে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় জরুরি অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি জাতির নিকট একটি ঘোষণা জারী করেন ও সাংবিধানিক সভার পরামর্শ গ্রহণ করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জরুরি সংক্রান্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য যে, "It also made him both judge and jury, since he alone is constitutionally empowered to decide when such circumstances exist and what measures are to be taken to restore normality."

❑ সংবিধানের সংশোধন

চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মতোই ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের দুই প্রকার পদ্ধতি (১১ ও ৮৯ নং ধারা) আছে।

সংবিধান সংশোধন দ্বারা ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌল কাঠামো (basic structure) এবং সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান সংবিধান মতে অপরিবর্তনীয়। এ ছাড়া, ফরাসি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিস্থিতিতে কোনও সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন বা অনুমোদন করা যায় না।

❑ বিচার ব্যবস্থা

ফ্রান্সের বিচারমন্ত্রীর অধীনে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সাধারণ বিচার (অর্থাৎ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার) এবং প্রশাসনিক বিচার (অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত অপরাধের বিচার) দুই ধরনের আদালত হয়। Droit Administrative বা প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে প্রশাসনিক আদালতে সরকারি কর্মচাযীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির মামলার বিচার হয়।

❑ উচ্চতর বিচারসভা

সাধারণতন্ত্রের উচ্চতর বিচারসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপর্যায়ে সরকারি নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দান করে, বিচারকগণের নিয়মশৃঙ্খলাজনিত আচরণের ব্যাপারে বিচার করে ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে।

❑ মহাধর্মাধিকরণ

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রেও জাতীয়সভা দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত মহাধর্মাধিকরণ জঘন্য অপরাধের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে বিচারের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করতে পারে। মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অপরাধ করলে মহাধর্মাধিকরণ তাঁদেরও বিচার করতে পারে।

❑ এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও স্তরে সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশের রাজধানী প্যারিস থেকে পরিচালিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যুগে বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক সরকারি কাঠামোর উদাহরণ হল ফ্রান্স। ব্রিটেনে যা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন', ফ্রান্সে তা হল ''স্থানীয় প্রশাসন'' (local administration)।

❑ মৌল অধিকার

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে কোনও অধ্যায় বা ধারায় পৃথকভাবে ও নির্দিষ্টভাবে ''মৌলিক অধিকার'' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সময়ের ''মানবাধিকার ঘোষণা'' এবং ''স্বাধীনতা'', ''সমতা'' ও ''সৌভ্রাত্র''-র নীতিকে এই সংবিধানে প্রাথমিক ও প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক-দার্শনিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানেরও ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ বর্তমানে ফরাসি নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার হিসাবে ভোগ করেন। এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার, (২) আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, (৩) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সম্পত্তির অধিকার (৬) সভা, সমিতি ও রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, (৭) ধর্মঘট করার অধিকার, (৮) দমন পীড়ন প্রতিরোধের অধিকার, (৯) বাক্-স্বাধীনতার, সংবাদপত্রে অধিকার (১০) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ফরাসি নাগরিকগণের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের কোনও প্রকার উল্লেখ নেই। তবে ফরাসি নাগরিকগণকে দেশের আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই মৌলিক অধিকারগুলিকে ভোগ করতে হয়। মৌলিক অধিকারগুলি ফ্রান্সে সাধারণ আইনের (ordinary law) দ্বারাই রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। দেশের সাধারণ আইন পালন করার মাধ্যমেই ফরাসি নাগরিকরা তাঁদের কর্তব্যও পালন করে থাকেন।

❑ আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করে অনেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানকে 'রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সংসংদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেন। এই ধরনের মিশ্রিত শাসনব্যবস্থাকে আবার অনেকে ''রাজতান্ত্রিক শাসনের আধুনিক সংস্করণ'' বলে অভিহিত করেন। আর. জি. নিউম্যানের মতে, পঞ্চম ফরাসি সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হচ্ছে মূলত একটি রাজতান্ত্রিক সংবিধান''। কিন্তু নিউম্যানের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান কোনওমতেই 'রাজতান্ত্রিক' বা রাজতন্ত্রের আবরণ নয়। কিন্তু ডরোথি পিক্লসের বক্তব্য অনুযায়ী এই সংবিধান দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াশাপূর্ণও নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান পার্লামেন্টের তুলনায় রাষ্ট্রপতি এবং সরকারকে (President and Government) অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। তাই এই কাঠামো 'আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত' (quasi-Presidential) সরকারি কাঠামো বলে অভিহিত করা উচিত।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান একটি শাসনতান্ত্রিক মডেল হিসেবে অভিনব (a constitutional innovation)। অনেকে মনে করেছিলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ''আধা রাষ্ট্রপতি'' শাসন-কাঠামো হিসেবে বেশিদিন কাজ করবে না। অচিরে এটা সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অথবা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের মতো সংসদীয় সরকারে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তবে কোনওটাই না হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই পঞ্চম সাধারণতন্ত্র দীর্ঘকাল কাজ করে চলেছে।

আবার অনেকে আশংকা করেছিলেন, ফরাসি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান দ্য গল সৃষ্ট সংবিধান বলে দ্য গলের মৃত্যুর পর হয়তো পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, পঞ্চম সাধারণতন্ত্র ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দ্য গল মৃত, কিন্তু দ্য গল ব্যবস্থা জীবিত (De Gaulle is dead; Long live De Gaulle)। দ্য গল জীবিতাবস্থায় যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস জাতির জীবনে গড়ে তুলেছিলেন তা আজও বজায় রয়েছে। ব্যক্তি দ্য গলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্য গল রীতি বা দ্য-গল ব্যবস্থার অবলুপ্তি হয়নি।

❑ উপসংহার

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতিষ্ঠা প্রকৃত পক্ষে দ্য গলের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। দেশের স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র নানা কায়দায় গঠিত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, সে সংসদীয় কাঠামো বজায় রেখে রাষ্ট্রপতিকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। জরুরি আইন ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও ফরাসি রাষ্ট্রপতি অধিক শক্তিশালী। এই অবস্থায় পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনেক জায়গায় গোলমেলে, ঘোলাটে ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এই সংবিধানকে নানা শক্তির সমঝোতা প্রসূত সংবিধান বলা যায়। কেউ কেউ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রকে untidy constitution বলেন। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি দ্য গলের জীবদ্দশায় তেমন কিছু অপ্রীতিকর সাংবিধানিক বিপর্যয় ঘটেনি। দ্য গল এখন জীবিত নেই কিন্তু দ্য গলের জীবদ্দশায় জাতির যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার মৃত্যু হয়নি। তবুও পুরোনো দিনের দ্বন্দ্ব, মতপার্থক্যের দলাদলি ও অভিজ্ঞতা আজকের দিনে ভবিষ্যতের সতর্কতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ফ্রান্সে রাজনীতির ঘূর্ণি যত না বাস্তব ও ব্যবহারিক-জ্ঞানগত তার চেয়ে বেশি আদর্শগত ও আবেগ-সঞ্চালিত।

দীর্ঘ পঁয়চিত্রশ বছর ধরে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে নিজের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক অখন্ড বিশ্বে নানা ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি বিশেষ রূপ Model হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে 'The Principal achievement of the Fifth Republic is to have gained considerable 'legitimach', that is widespread accentance that its political institutions are just.'' অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক গৃহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বৈধতা সার্বিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

০৯.৫ ❑ সারাংশ

এই একটিতে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পেছনে যে চারটি সাধারতন্ত্রের উদ্ভব ও পতন ঘটেছিল এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতনের পর যে ঘটনাবলী পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সমস্ত সাংবিধানিক কাঠামোও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

০৯.৬ ❑ অনুশীলনী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(১) পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন (৯.৪ পড়ুন)।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

(১) পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে গণ ভোটের ভূমিকা কি? (পাতা ১৫৩)

(২) রাষ্ট্রীয় সভার কাজ কি? (পাতা ১৫৪)

০৯.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Dorothy Pickles—The Government and Politics of France, Vol. I and II.

২. Vincent Wright—The Government and Politics of france.

৩. D.H. Hanley, A.P., Kerr and N.H. Waites—Contemporary France.

৪. Alan R Ball—Modern Politics and Government.

৫. J. Devis Derbyshire & Law Derbyshire—Political Systems of the World.

———————

একক-১০ ❑ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সংসদ

গঠন :

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১০.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

১০.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা

১০.৭ তুলনামূলক আলোচনা

১০.৮ মন্ত্রিসভা----সরকারের অন্যমুখ

১০.৯ প্রধানমন্ত্রী

১০.১০ মন্ত্রিসভা

১০.১১ সংসদ

১০.১২ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

১০.১৩ উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

১০.১৪ তুলনা

১০.১৫ সারাংশ

১০.১৬ অনুশীলনী

১০.১৭ গ্রন্থপঞ্জী